যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে খাঁটি জীবন

১ম যোহন ৫ অধ্যায় ১৮-২১ পদ

পাপ থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করার পর যোহন বিশ্বাসীর জীবনে কয়েকটি নিশ্চিত জ্ঞানের কথা বলে এই পত্র শেষ করেছে। এ বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে যোহন প্রধান শব্দটি (জানা, *Know*) ৫:১৩ পদ থেকে ধার করেছে: ***"আমি তোমাদের এই সমস্ত কথা লিখলাম, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।"*** এই খ্রীস্টীয় জ্ঞানের কথা যোহন ৩টি ইতিবাচক বিবৃতির দ্বারা প্রকাশ করেছে এবং তার পাঠকদের বলতে চেয়েছে যে, তাদের জীবন যেন এই ৩টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। তাই, যোহন নিজে ও তার খ্রীস্টীয় ভাই-বোনেরা যে সমস্ত বিষয় নিশ্চিতভাবে জানে, সেই ৩টি বিষয়ের কথা বলেছে। এই ৩টি ইতিবাচক নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যোহন, প্রত্যেকটির পূর্বে যোগ করেছে, ***"আমরা জানি যে . . ."***

১। ঈশ্বর থেকে জাত ব্যক্তি ক্রমশ পাপ করে না। ১৮ পদে যোহন লিখেছে, ***"আমরা জানি, যে কেউ ঈশ্বর থেকে জাত, সে পাপ করে না, কিন্তু যে ঈশ্বর থেকে জাত, সে নিজেকে রক্ষা করে (যিনি ঈশ্বর থেকে জন্মেছিলেন, তিনি তাকে রক্ষা করেন), এবং সেই পাপাত্মা তাকে স্পর্শ করে না।"*** এই কথা যোহন এর আগে ৩:৬ এবং ৯ পদে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে। ৩:৬ পদে, যোহন লিখেছিল, ***"যে কেউ তাঁতে থাকে, সে পাপ করে না;"*** আবার ৩:৯ পদে যোহন বলেছিল, ***"যে কেউ ঈশ্বর থেকে জাত, সে পাপচারণ করে না, কারণ তাঁর বীর্য তার অন্তরে থাকে; এবং সে পাপ করতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বর থেকে জাত।"*** ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে, বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এই বৈশিষ্ট্য একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু আমরা যখন যোহনের এই কথার প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তা করি, তখন একটু অসুবিধায় পড়ে থাকি। কারণ, একটু আগে, যোহন বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করেছে, তারা যেন একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করে, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যখন কেউ মৃত্যুজনক নয়, এমন পাপ করে, তখন যেন অন্য বিশ্বাসী তার জন্য প্রার্থনা করে (১৬ পদ)। এই কথা বলার পর, যোহন কীভাবে বলতে পারে যে, ঈশ্বর থেকে জাত ব্যক্তি পাপ করতে পারে না। এখানে 'পাপ' বলতে মাঝে-মধ্যে ঘটে বা আকস্মিক ঘটে থাকে *(occasional)* এমন পাপ নয়; কিন্তু অভ্যাসগত পাপ, তথা ক্রমশ ধারাবাহিকভাবে যে পাপের অনুশীলন করা হয়, এমন পাপকে নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ঈশ্বর থেকে জাত ব্যক্তি কখনও ক্রমশ ধারাবাহিকভাবে অভ্যাসগত পাপের অনুশীলন করতে পারে না। এই পাপপূর্ণ জগতে আমরা যতকাল আছি, ততকাল আমাদের এর বাস্তবকে স্বীকার করতে হবে। তাই, যোহনের এই কথা বিশ্বাসী আমাদের কাছে একাধারে একটি প্রতিজ্ঞা এবং একটি দাবি। কিন্তু এই অভ্যাসগত পাপ থেকে দূরবর্তী জীবন-যাপন কীভাবে সম্ভব? এর উত্তর যোহন ১৮ পদের শেষাংশে দিয়েছে, ***"যিনি ঈশ্বর থেকে জাত, তিনি তাকে রক্ষা করেন।"*** এখানে, ***"যে ঈশ্বরে থেকে জাত, সে নিজেকে রক্ষা করে"*** এই অনুবাদের থেকে ***"যিনি*** *(the One)* ***ঈশ্বর থেকে জন্মেছিলেন, তিনি তাকে রক্ষা করেন"*** অধিক গ্রহণযোগ্য। এখানে, ***"যিনি"*** *(the One)* বলতে যোহন খ্রীস্টকেই নির্দেশ করেছে, তিনিই বিশ্বাসীকে ধারাবাহিক অভ্যাসগত পাপ করা থেকে রক্ষা করেন; ফলস্বরূপ সেই পাপাত্মা বিশ্বাসীকে ধরতে পারে না। বিশ্বাসী আমরা এই পৃথিবীর মাটিতে যতকাল বেঁচে থাকব, আমরা শয়তানের দ্বারা ক্রমশ আক্রমণ ও প্রলোভন উপলব্ধি করব; কিন্তু খ্রীস্ট যিনি শয়তানের থেকে অধিক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, তিনি আমাদের রক্ষা করবেন।

২। জগতের সমস্ত মানুষ দুই দলে বিভক্ত: ঈশ্বরের লোক ও পাপাত্মার লোক। ১৯ পদে যোহন লিখেছে, ***"আমরা জানি যে, আমরা ঈশ্বর থেকে; আর সমস্ত জগৎ সেই পাপাত্মার মধ্যে শুয়ে আছে।"*** এর আগে, ১৮ পদে, যোহন যে কথা বলেছিল (যে কেউ ঈশ্বর থেকে জাত), সেই কথা যে-কোনও বিশ্বাসীর জন্যই প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু ১৯ পদের এই কথা যোহনের নিজের জন্য ও তার পাঠকদের জন্য প্রযোজ্য, কারণ এই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

পদে যোহন উল্লেখ করেছে, *"আমরা ঈশ্বর থেকে জাত।"* আজ বিশ্বাসী আমরা যখন এই পত্র পাঠ করছি, তখন এই কথা আমাদের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য, আমরা জানি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, আর তাই ঈশ্বরের সন্তানদের প্রতি যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, আমরা সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞা দাবি করতে পারি।

কিন্তু জগৎ পাপাত্মার ক্ষমতার নিচে আছে। ২করিন্থিয় ৪:৩-৪ পদে, পৌল শয়তানকে *"এই যুগের দেব/অধিপতি"* বলেছে; আবার যোহন ১৪:৩০ পদে, যোহন শয়তানকে *"জগতের অধিপতি/রাজপুত্র"* বলেছে। ইফিষীয় ২:২ পদানুসারে, এই শয়তান *অবাধ্যতার সন্তানদের মধ্যে কাজ করে চলেছে।*

৩। ঈশ্বরের পুত্র (যীশু খ্রীস্ট) এই জগতে এসেছেন। ১৯ পদে যোহন লিখেছিল, জগতের সমস্ত মানুষ দুই দলে বিভক্ত: ঈশ্বরের ও পাপাত্মার। তাহলে, পাপাত্মার মধ্যে শুয়ে আছে, যে মানুষ, সে কীভাবে সেই পাপাত্মার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তান হতে পারে? অথবা, এই যে জগৎ শয়তানের কর্তৃত্বের নিচে অবস্থান করছে, সেই জগতে মণ্ডলী কীভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে যোহন ৩য় ইতিবাচক বিবৃতি দিয়ে বলেছে: *"আর আমরা জানি যে, ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন, এবং আমাদের এমন উপলব্ধি (understanding) দিয়েছেন, যাতে আমরা সেই সত্যময়কে জানি; এবং আমরা সেই সত্যময়ে, তাঁর পুত্র যীশু খ্রীস্টে আছি; তিনিই সত্যময় ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন।"* হ্যাঁ, যীশু খ্রীস্ট, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং তিনিই আমাদেরকে সেই সত্যময়, অর্থাৎ ঈশ্বরের সত্য উপলব্ধি দিয়েছেন। এই কথার দ্বারা যোহন যে সত্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, তা হল, আমাদের পরিত্রাণার্থে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তা আমরা কেবল যীশু খ্রীস্টের কাছ থেকেই পেয়ে থাকি।

এই কথার দ্বারা যোহন স্পষ্টভাবে জ্ঞানবাদীদের *(Gnostics)* চিন্তায় ঈশ্বরজ্ঞানকে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান থেকে পৃথক করেছে। কারণ, এই পত্রে যোহন যীশুর বিষয় যে শিক্ষা দিয়েছে, তা জ্ঞানবাদের শিক্ষাকে সরাসরি খণ্ডন করেছে। (১) যোহন এই পত্রে ঈশ্বরের পুত্রের প্রকৃত দেহায়নের *(incarnation)* উপর জোর দিয়েছে; যেখানে জ্ঞানবাদীরা এই কথা কেবল মেনে নিয়েছে যে, মানব যীশুর সঙ্গে ঈশ্বরের পুত্রের মিলন হয়েছে বলে মনে হয়েছে। (২) যোহন এই পত্রে বিশেষ করে জোর দিয়ে বলেছে যে, যীশু নিজে মরে আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বলি উৎসর্গ করেছেন; কিন্তু জ্ঞানবাদীরা মানুষের পাপের পরিবর্তে অজ্ঞানতাকেই বেশি করে তুলে ধরেছে; আর তাই তারা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে না। (৩) যোহন এই পত্রে, যীশুতে বিশ্বাসের উপর জোর দিয়েছে; কিন্তু জ্ঞানবাদের বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষায় বিশ্বাসকে জ্ঞানের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল। জ্ঞানবাদের সঙ্গে প্রকৃত খ্রীস্টধর্মের এই সমস্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, খ্রীস্টধর্ম ঈশ্বরের প্রকাশের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ২০ পদে যোহন এই কথাই বলেছে। মানুষ নিজে নিজে কখনও ঈশ্বর ও অনন্তজীবনের পথের সন্ধান লাভ করতে পারে না; তার প্রয়োজন ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রকাশের। তাই, ঈশ্বর সত্য প্রকাশ করতে তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন; আর যারা সেই প্রকাশ গ্রহণ করে, তারা সত্য ঈশ্বরকে জানতে পারে। কেবল তা-ই নয়, যারা সেই প্রকাশ গ্রহণ করে, তারা সেই সত্যময়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরে আছে (২:৫, ২৪)। এই সত্য কেবল তখন প্রযোজ্য, যখন আমরা তাঁর পুত্র, অর্থাৎ যীশু খ্রীস্টে থাকি। কারণ, পিতাতে থাকার অর্থ পুত্রে থাকা (২:২৩)। পিতা ও পুত্র এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কীত যে, পুত্রকে ছাড়া পিতাকে জানা সম্ভব নয়; আবার পিতাকে ছাড়া পুত্রকে জানা সম্ভব নয়। এখন পুত্র যেহেতু পিতাকে প্রকাশ করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, পিতাকে জানার এক ও একমাত্র পথ হল যীশুতে বিশ্বাস।

আজকের দিনেও এমন ধর্মীয় শিক্ষা দেখতে পাওয়া যায়, যা যীশুকে স্বীকার করলেও, পিতা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রশ্ন করে থাকে। এমন শিক্ষা কেবল তখনই সম্ভব, যখন যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে অস্বীকার করা হয়। প্রথম শতাব্দীতে যোহনও এই একই ভ্রান্তশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তাই, পত্র শেষ করতে গিয়েও, যোহন এ বিষয়ে পুনরায় উল্লেখ করে বলেছে, *"তিনিই (যীশু খ্রীস্টই) সত্যময় ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন।"* যোহন তার সুসমাচারে আমাদের বলেছে, *"আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন"* (যোহন ১:১); *"থোমা উত্তর করে*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

তাঁকে বলল, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার'' (যোহন ২০:২৮), *"ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; একজাত পুত্র,যিনি পিতার কোলে থাকেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন''* (যোহন ১:১৮)। হ্যাঁ, যীশু খ্রীস্ট স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁকে বাদ দিয়ে কখনও ঈশ্বরজ্ঞান বা অনন্ত জীবন সম্ভব নয়। এই যীশুই তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে এমন কথা বলেছিলেন, *"যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকে দেখেছে''* (যোহন ১৪:৯); এবং *"আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমার মাধ্যমে না আসলে কেউ পিতার কাছে আসে না''* (যোহন ১৪:৬)।

এখন, এই যে ঈশ্বর যীশু খ্রীস্টে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তাঁর বিষয় যোহনের কথার সত্যতা আমরা যখন গ্রহণ করি, তখন আমরা সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরবর্তী হবার সমস্ত প্রলোভনকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি। । আর তাই, যোহন শেষবারের জন্য তার পাঠকদের সতর্ক করে বলেছে, *"সন্তানেরা, তোমরা প্রতিমাদের থেকে নিজেদের রক্ষা কর।''* হঠাৎ প্রতিমাদের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করার কথা বলে পত্র শেষ করায়, আমদের পক্ষে এই কথার অর্থ উপলব্ধি করায় একটু সমস্যা আছে। কাঠ, মাটি বা পাথরের তৈরী প্রতিমার আরাধনা করার কথা কিম্বা মিথ্যা দেব-দেবীর আরাধনার কথা যোহন এই পত্রে অন্য কোথাও উল্লেখ করেনি। যদিও আমরা ভালো করেই জানি যে, যোহন যে সময় তার পাঠকদের উদ্দেশে এই পত্র লিখেছিল, সেই সময় তাদের সমাজে এই সমস্ত আরাধনার রমরমা ছিল। ইফিষের কথা চিন্তা করলে, আমরা জানি তা ছিল প্রতিমা পূজায় পরিপূর্ণ। প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় হিসাবে দীয়ানার মন্দির এই ইফিষ শহরেই ছিল; এবং এই শহরের লোকদের অন্যতম প্রধান জীবিকা ছিল প্রতিমা নির্মাণ ও বিক্রয় (প্রেরিত ১৯:২১-৪১)। তাদের অনুকরণে জীবন-যাপনে প্রথম খ্রীস্টবিশ্বাসীরা প্রবল চাপের মধ্যে বাস করত। এ কথা ঠিক যে, নতুন নিয়মের অন্যত্র, বিশেষতঃ প্রেরিত ১৭:২৯; রোমীয় ১:২৩; ১করিন্থিয় ৮:৫-৬; ১০:১৪; ১থিষলনীকীয় ১:৯ অথবা প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৫ পদে প্রতিমা পূজার প্রলোভন ও বিপদের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু যোহনের এই পত্রে একবারের জন্যও এর উল্লেখ এর আগে করা হয়নি। তাই, ২১ পদের কথার দুটি ব্যাখ্যা সম্ভব। (১) যোহন এখানে *প্রতিমা* বলতে সত্য ঈশ্বরের মিথ্যা ধারণাকে নির্দেশ করেছে (১করি. ৮:৪, ৭; ১থিষ. ১:৯)। **'যীশুই সত্য ঈশ্বর'** এ বিষয়ে জোর দেবার পর, যোহন তার পাঠকদের সতর্ক করে বলেছে, তারা যেন ঈশ্বরের অন্য কোনও আকার বা প্রকাশের দ্বারা বিপথে পরিচালিত না হয়। (২) মরু সাগর থেকে সংগ্রহৃত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পাপ ও প্রতিমাপূজাকে সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর যোহন যদি এই কথা মেনে লিখে থাকে, তাহলে যোহন এই পদে এমন কথা বলেছে, *"সন্তানেরা, তোমরা পাপ থেকে নিজেদের রক্ষা কর।''*

এখন, এই দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। কারণ, মিথ্যা দেব-দেবী বা ঈশ্বরের বিষয় মিথ্যা ধারণা পাপেরই নামান্তর। তাই, যোহন তার পাঠকদের সতর্ক করে বলেছে, তারা যেন ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোনও মিথ্যা ধারণা, তথা তৎসংক্রান্ত সমস্ত পাপ থেকে দূরে থাকে।

পুরাতন নিয়মের বর্ণনা অনুসারে প্রতিমা হল সত্য-বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তে জীবনহীন মূল্যহীন বিকল্প। গীতসংহিতার বিভিন্ন গীতে (গীত ১১৫:১-৮; ১৩৫:১৫-১৮) প্রতিমা পূজার অসাড়তার কথা বলা হয়েছে। মানুষের চোখে প্রতিমারা সত্য চোখ, কান, নাক, হাত বা পায়ের অধিকারী হলেও, প্রকৃত পক্ষে তারা সত্য-বাস্তবের মিথ্যা অনুকরণ মাত্র। *"মুখ থাকতেও তারা কথা বলে না; চোখ থাকতেও তারা দেখতে পায় না; কান থাকতেও তারা শুনতে পায় না; নাক থাকতেও তারা ঘ্রাণ পায় না; হাত থাকতেও স্পর্শ করতে পারে না; পা থাকতেও চলতে পারে না। যেমন তারা, তেমনই হবে তাদের নির্মাতারা, আর যে কেউ সেগুলিতে নির্ভর করে''* (গীত ১১৫:৫-৮)। অর্থাৎ, আমরা যাদের আরাধনা করি, আমরা তাদের মতো হই। অবশ্য এই কথা কেবল কাঠ, মাটি বা পাথরের তৈরী প্রতিমার জন্য প্রযোজ্য নয়। নতুন নিয়মে লোভকেও প্রতিমাপূজা বলা হয়েছে (কলসীয় ৩:৫)। আমার আপনার জীবনে গাড়ী, বাড়ী বা ব্যাঙ্কে জমানো টাকাও প্রতিমা হতে পারে। সহজকথায়, যা আমাদের জীবনে অত্যধিক মনোযোগ বা অনুরাগ বা ভালোবাসা লাভ করে, তাই-ই হল প্রতিমা। মথি ৪:১০ পদে, যীশু শয়তানের পরীক্ষার মুকাবিলা করে বলেছিলেন, *"তোমার ঈশ্বর প্রভুরই আরাধনা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।''* হ্যাঁ, আমরা যার সেবা করি, তার-ই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

আরাধনা করে থাকি। যা কিছু আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাই-ই আমাদের জীবনে প্রতিমা।

অন্যদিকে, বিশ্বাসী আমরা যারা যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে আমাদের জীবনে সত্য ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছি, আমরা সত্য-বাস্তবের মুখোমুখী হয়েছি। আমরা সত্য, খাঁটি ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার অধিকারী হয়েছি। যীশু খ্রীস্ট হলেন প্রকৃত আলো (যোহন ১:৯), প্রকৃত খাদ্য (যোহন ৬:৩২), প্রকৃত দ্রাক্ষালতা (যোহন ১৫:১) এবং স্বয়ং সত্য (যোহন ১৪:৬)। তিনিই সত্য, খাঁটি ও প্রকৃত। জগতের মানুষের কাছে খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবন অবাস্তব, তাদের কাছে জাগতিক জীবনই বাস্তব। কারণ জগতের মানুষ যা দেখে বা অনুভব করে, তাই-ই বিশ্বাস করে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর বাক্যে যা বলেছেন, বিশ্বাসী তা বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস আমরা নোহ, অব্রাহাম বা মোশির মধ্যে দেখেছি (ইব্রীয় ১১ অধ্যায়)।

তাই, আমরা সর্বদা স্মরণে রাখব যে, বিশ্বাসী আমরা প্রতিমা ত্যাগ করে জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বরের আরাধনার্থে ঈশ্বরের প্রতি ফিরেছি (১থিষ. ১:৯)। প্রতিমারা মৃত, কিন্তু খ্রীস্ট জীবন্ত ঈশ্বর; প্রতিমারা মিথ্যা, কিন্তু খ্রীস্ট সত্য ঈশ্বর। তাই, যে সত্য জ্ঞান আমরা লাভ করেছি, তা হল, (১) ঈশ্বর থেকে জাত ব্যক্তি ক্রমশ পাপ করে না, (২) জগতের মানুষ দুই দলে বিভক্ত: ঈশ্বরের ও পাপাত্মার এবং (৩) ঈশ্বরের পুত্র জগতে এসেছেন। একে ভিত্তি করে, যীশু খ্রীস্টে সত্য বিশ্বাসের মাধ্যমে ও তাঁর ক্ষমতায় ঈশ্বরের গৌরবার্থে সত্য-বাস্তব-খাঁটি জীবন যাপন করব।

আজকের দিনে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিক জীবনকে পৃথক বা স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে কল্পনা করা হয়ে থাকে। আর তাই মনে করা হয় যে, যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে বিশ্বাস না করেও উত্তম ও ধার্মিক জীবন যাপন সম্ভব। কিন্তু যোহন তার এই পত্রে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, যীশু খ্রীস্টকে বাদ দিয়ে সত্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ সম্ভব নয় কিম্বা সত্য অনুসরণে জীবন-যাপনে ক্ষমতা লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু যীশু খ্রীস্টই সত্য ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবনের একমাত্র পথ।

অনেক প্রতীক্ষার পর
প্রকাশিত হল

সমগ্র বাইবেলকে এক নজরে
উপলব্ধি করার

এস. জি. ডে গ্রাফের

৪ খণ্ডের প্রথম খণ্ড

প্রতিজ্ঞা ও উদ্ধার

(Bengali translation of
PROMISE AND DELIVERANCE (I)
by S. G. De Graff)

প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা
দশ বা তার বেশি কপির জন্য
মাত্র ৭৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান:–
অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী
বি-৩৬ নন্দন কানন, সন্তোষপুর
কলকাতা ৭০০ ০৭৫
দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫